

A-level
BENGALI

Paper 3 Listening, Reading and Writing

Insert

Text to be used when answering Multi-skill task Question 6.

Reading

গণপরিবহণে শিক্ষার্থীদের অর্ধেক ভাড়া

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগেও শিক্ষার্থীরা গণপরিবহণে অর্ধেক ভাড়ার সুবিধা ভোগ করতে পারতো। ১৯৬৪ সালে বিআরটিসি বাসগুলোতে অর্ধেক ভাড়া চালু করা হয়। একসময় আন্দোলন করে ছাত্ররা এই অধিকার অর্জন করেছিলো। পরবর্তীতে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবির একটি ছিলো ‘অর্ধেক ভাড়া’ নিয়মিতকরণ। সম্প্রতি ২০১৮ সালেও নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের ৯ দফা দাবির অন্যতম ছিলো, শিক্ষার্থীদের জন্য অর্ধেক ভাড়ার ব্যবস্থা রাখা।

গণপরিবহণগুলোতে অনেক সময় ভাড়া বৃদ্ধির তালিকা নিয়ম মেনে করা হয় না। ভাড়া নির্ধারণের সময় শহর এলাকায় ৭০ শতাংশ আসনে যাত্রী ভ্রমণ করছেন ধরে হিসাব করা হয়। অথচ বাস্তবে ঢাকা শহরে বাসে কোনো আসনই খালি থাকে না। বাস নির্মাণের সময় বিশেষ কৌশলে নির্ধারিত আসনের চেয়ে ৮-১০টি বেশি আসন রাখা হয়। তবুও আসন খালি থাকা বা জ্বালানীর মূল্য বৃদ্ধির কারণ দেখিয়ে বেসরকারি বাসমালিকেরা বিভিন্ন অজুহাতে শিক্ষার্থীদের অর্ধেক ভাড়ার বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

পরিবহণ খাত বরাবরই কতিপয় সুযোগসন্ধানী শ্রমিকনেতার নিয়ন্ত্রণে। পরিবহণ মালিক শ্রমিকদের বাস পরিচালনায় নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা আয় নির্ধারণ করে দেন। সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে শ্রমিকেরা যাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করেন। বাসে শিক্ষার্থীদের অর্ধেক ভাড়া পরিশোধ করা নিয়ে শ্রমিকেরা নানা অজুহাতে তর্কে জড়ান। শ্রমিকদের মতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দিনের শুরু ও শেষের সময়গুলোতে বাসে এত বেশি সংখ্যায় শিক্ষার্থী ওঠে যে অর্ধেক ভাড়া নিলে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হন।

একই ইস্যুতে বারবার ছাত্র আন্দোলনের কারণ হলো কোনো লিখিত আইন না থাকা। শুধু মৌখিক নির্দেশনা বা প্রজ্ঞাপন হওয়ায় পরিবহণ ব্যবসায়ীরা এই সুবিধা থেকে প্রায়ই শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করে থাকেন। বাসে ছাত্রছাত্রীর ভাড়া অর্ধেক নেওয়া হলেও বাকি যাত্রীদের কাছ থেকে পুরো ভাড়া নেওয়ার সুযোগ তো আছেই। শিক্ষার্থীদের অর্ধেক ভাড়া দেওয়ার সুবিধা আইনে পরিণত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সরকারের অবশ্যই এগিয়ে আসা উচিত।

